গৃহ ঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন | BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION | ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা | অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১

সম্পাদকীয়

আবাসন মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। সুন্দর আবাসন উন্নত জীবন মানেরও প্রতীক। জাতীর আবাসন ব্যবস্থার গুনগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫২ সালে গৃহ নির্মাণ ঋণ দান সংস্থার জন্ম। যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত বাংলাদেশের গৃহায়ণ খাত পুনঃনির্মাণ সে সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাবীতে পরিণত হয়। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনকে পুনর্গঠিত করা হয়। পুনর্গঠিত এ প্রতিষ্ঠানটির বয়স স্বাধীনতার বয়সের প্রায় সমান। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা পূরণে নিরন্তর চেষ্টারত একটি বিশেষায়িত রাষ্ট্রায়ত্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান। কিছু দিন আগেও গৃহায়ণ খাত বিনির্মাণের অর্থ সহায়তা প্রদানে এটাই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান। সরকারী-বেসরকারী ব্যাংকিং/আর্থিক প্রতিষ্ঠান মিলে নির্বিশেষে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গৃহায়ণ খাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন তাদের মধ্যে আজও অপ্রতিদ্বন্দী ও আদর্শ প্রতিষ্ঠান। সহজ শর্ত, সর্ব নিম্ন সুদ হার এবং দীর্ঘ মেয়াদে গৃহীত ঋণ পরিশোধের সুযোগ এ প্রতিষ্ঠানকে সর্বজন গ্রাহ্যতা দিয়েছে। সর্ব নিম্ন ৫% সহ সর্বোচ্চ ১২% সুদে প্রতিষ্ঠানটি ৩১-১২-২০১১ পর্যন্ত ১,৭৫,০৯১টি পাকা গৃহ ইউনিট নির্মাণে ৩,৯৩৯.৩৪ কোটি টাকা বিতরণ করে জাতীয় অর্থনীতি এবং দেশের অবকাঠামো বিনির্মাণে স্বকীয় অবদান রেখে আসছে।

রাষ্ট্রায়ত্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিএইচবিএফসি তার সীমিত পুঁজি নিয়ে দেশের আবাসন খাতের আধুনিকায়ন তথা মানুষের জীবন মানের উন্নয়ণের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে, প্রতিষ্ঠানটির ঋণ প্রবাহ কার্যক্রমে তথা এর সেবার পরিধি আরো ব্যাপক ও সুপরিসর করার অবকাশ রয়েছে। এতদুদ্দোশ্যে ভবিষ্যতে দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের গৃহ নির্মাণে ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণে বিএইচবিএফসি'র বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে।

সাধারণ মানুষকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস ও সুনাম। বিএইচবিএফসি প্রথম বারের মত একটি ত্রৈমাসিক বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বুলেটিন প্রকাশনা লক্ষ্য পূরণের অংগীকারকে এগিয়ে নিবে আরো একধাপ।

১ম বর্ষ (২০১১) ১ম সংখ্যা হিসাবে গৃহ ঋণ বার্তা-এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কিত সকল দফতরের জুলাই-২০১১ হতে ডিসেম্বর-২০১১ পর্যন্ত সার্বিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইহা ছাড়া চেয়ারম্যান মহোদয় ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের শুভেচ্ছা বাণী এই বুলেটিনকে সমৃদ্ধ করেছে। ভবিষ্যতে আরো অধিক তথ্য সম্বলিত, মানসম্মত ও নির্ভুল বুলেটিন প্রকাশের আশা রইল।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন কর্তৃক প্রথম বারের মতো ত্রৈমাসিক বুলেটিন "গৃহ ঋণ বার্তা" প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বর্তমান যুগ প্রচার ও প্রসারের যুগ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রণয়নে ২০২১ সালের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কর্পোরেশনের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ণ এবং কার্যক্রম জনসম্মুখে ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য এধরনের উদ্যোগ খুবই যুগোপযোগী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত এধরনের পদক্ষেপকে আমি সাধুবাদ জানাই। সর্বশেষ গৃহ ঋণ বার্তা'র উত্তোরত্তর মান বৃদ্ধি ও সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের শুভেচ্ছা বাণী

বিএইচবিএফসি কর্তৃক একটি ত্রৈমাসিক বুলেটিন প্রথম বারের মতো প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। স্বাধীনতাত্তোরকালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্দেশক্রমে তাঁর সরকার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের গৃহায়ণ সমস্যার সমাধানকল্পে এই কর্পোরেশনকে আরো শক্তিশালীরূপে পুণর্গঠিত করেন। সময়ের সাথে সাথে কর্পোরেশনের কার্যক্রম বেগবান করা হয়েছে এবং ইহার ঋণ দান কার্যক্রম উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমান সরকার কর্তৃক নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করা হয়েছে। ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় মোট ০৬ (ছয়) টি জোনাল অফিস স্থাপন করা হয়েছে। ইহা ব্যতীত নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও রংপুর রিজিওনাল অফিসকে জোনাল অফিসে উন্নীত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগসহ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণকে জোরদার করা হয়েছে। ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং বৃদ্ধিসহ ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ ও আদায়ের নিয়মকানুন সহজীকরণ করা হয়েছে। ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গের সুবিধার্থে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সদর দফতরে একটি মনিটরিং সেল গঠনসহ হেল্‌প্‌ ডেস্ক ও অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কর্পোরেশনের কম্পিউটার ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ওয়েব-সাইট খোলা হয়েছে এবং অন-লাইনে ঋণের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে।

গৃহ ঋণ বার্তা প্রকাশনার মাধ্যমে বৃহত্তর জনসাধারণের সাথে কর্পোরেশনের যোগাযোগ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

সেই সাথে গৃহ ঋণ বার্তা প্রকাশনার মহতী উদ্যোগের সাথে যুক্ত সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনে- নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের যোগদান

কর্পোরেশনে সদ্য যোগদানকৃত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদারকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) আফরোজা গুলনাহার, মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) কফিল উদ্দীন আহম্মদ চৌধুরী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে ১৩/০৭/১১ তারিখে পদোন্নতি পেয়ে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনে যোগদান করেছেন। যোগদানের পূর্বে তিনি ২০০৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর হতে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এ কর্মরত ছিলেন। তার পূর্বে ২০০১ সালে তিনি মহাব্যবস্থাপক হিসাবে পদোন্নতি লাভ করে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এর প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এ বিভিন্ন সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর অতিরিক্ত দায়িত্ব নির্বাহ করেন। কর্মজীবনে তিনি অত্যন্ত সুনামের সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের পর ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসাবে কর্মময় জীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ড হতে কৃষি অর্থনীতিতে এম.এস এবং ২০০৭ সালে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ব্যাংকিং কর্মকান্ডের উপর দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ-এ অংশগ্রহণ করেন। তিনি সুদীর্ঘ ব্যাংকিং ক্যারিয়ারে যুক্তরাজ্য, জার্মানী, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, সৌদি আরব, দুবাই ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করেছেন। তিনি টাংগাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার মাকেশ্বর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান জনাব তালুকদার ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এবং বাংলাদেশ প্রশিক্ষন উন্নয়ন সমিতির (BSTD) আজীবন সদস্য।

তিনি একজন উইনরক (WINROCK) ফেলো।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনে- নতুন চেয়ারম্যান মহোদয়ের যোগদান

কর্পোরেশনে যোগদানকৃত নতুন চেয়ারম্যান মোঃ ইয়াছিন আলীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) আফরোজা গুলনাহার ও মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) কফিল উদ্দীন আহম্মদ চৌধুরী।

সম্প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় দেশের প্রবীণ ও বিশিষ্ট ব্যাংকার জনাব মোঃ ইয়াছিন আলীকে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগদান করেছেন।

জনাব ইয়াছিন আলী ১৬-১১-২০১১ তারিখে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। কৃষি অর্থনীতিতে এম.এসসি করার পর জনাব ইয়াছিন আলী ব্যাংকিং পেশায় যোগদান করেন। দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বর্তমানে বিডিবিএল) ও ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ-এ ব্যাংকিং পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ-এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

পেশাগত ও কারিগরী জ্ঞানার্জনের জন্য জনাব ইয়াছিন আলী দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কোর্স/প্রশিক্ষণে যোগদান করেন এবং এ উপলক্ষ্যে তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "Investment Appraisal and Management" -এ উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

তিনি বিশ্ব ব্যাংকের EDI এর একজন ওভারসিজ ফেলো।

এক নজরে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

⁜ প্রতিষ্ঠাঃ

গৃহায়ণ খাতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৫২ সালে হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গৃহায়ণের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থ সংস্থানের দ্বারা আবাসিক বাড়ী নির্মাণের ধারনা বাস্তব রূপ পায়। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ৭নং আদেশ বলে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি) পুণর্গঠিত হয়।

⁜ উদ্দেশ্যঃ

বিএইচবিএফসি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণকে আবাসিক গৃহ নির্মাণের নিমিত্ত দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দ্বারা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করার মাধ্যমে দেশে বিদ্যমান আবাসন সমস্যার সমাধান করা। খাদ্য ও বস্ত্রের পর মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো আশ্রয় বা বাসস্থানের। বাসস্থান বা আশ্রয় মানুষকে একান্তে বসবাসের সুযোগ দেয় এবং স্বাস্থ্য ও সাচ্ছন্দ্য প্রদান করে কর্ম ও উপার্জনের ভিত্তি রচনা করে। দেশে বাসস্থান সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। দেশের এই প্রকট আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আবাসিক বাড়ী নির্মাণ এবং বিদ্যমান বাড়ী সম্প্রসারণ ও সংস্কারের জন্য বিএইচবিএফসি আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। গৃহায়ণ খাতে অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে বিএইচবিএফসি প্রায় ৫৯ বছর ধরে দেশের একমাত্র সরকারী বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে আসছে।

যদিও বিগত শতাব্দীর ৯০ দশকের শেষ দিক হতে কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং কতিপয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গৃহায়ণ খাতে ঋণ প্রদাণ করে আসছে তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গৃহায়ণ খাতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমবিত্তদের জন্য বিএইচবিএফসিই ঋণ প্রাপ্তির অন্যতম প্রধান উৎস।

⁜ মালিকানাঃ

বিএইচবিএফসি'র পরিশোধিত মূলধনের সবটাই বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিশোধিত। এটি সরকার পরিচালিত একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

⁜ মূলধন ও তহবিলের উৎসঃ

কর্পোরেশনের তহবিলের প্রাথমিক উৎস সরকারী পরিশোধিত মূলধন। কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১১০ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সরকারী গ্যারান্টির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিকট ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে কর্পোরেশন তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। কর্পোরেশনের ডিবেঞ্চার ৮৫০.৬৭ কোটি, সরকারী ডিপোজিট ১২.৭১ কোটি এবং সরকারী ঋণ ২০৭.৫০ কোটি টাকা। কর্পোরেশনের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ১০০০ কোটি ও ৬০০ কোটিতে উন্নীত করার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন আছে।

⁜ পরিচালনা পর্ষদঃ

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন এর কার্যক্রম রাষ্ট্রপতির আদেশ ৭, ১৯৭৩ এর দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য অনধিক ৫ (পাঁচ) জন পরিচালকের সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত। ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং তিনি পর্ষদের পক্ষে কর্পোরেশনের সকল কার্যাবলী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। সরকার একজনকে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করে থাকেন। সরকারের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে একজন পরিচালক এর কার্যক্রম অনধিক ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। পর্ষদ বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দায়িত্ব পালন করে থাকে ও নীতিগত প্রশ্নে সরকারের নির্দেশনা দ্বারা পরিচালিত হয়। সাধারণত প্রতি মাসে একবার করে পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে প্রয়োজন বোধে মাসে একাধিকবারও পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

⁜ সাংগঠনিক কাঠামোঃ

কর্পোরেশনের সদর দফতর ঢাকায় অবস্থিত। কর্পোরেশনের সদর দফতর ব্যতীত ঢাকায় ৭টি এবং চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর বিভাগীয় সদরে ও ময়মনসিংহে একটি করে মোট ১৪ টি জোনাল অফিস আছে। এছাড়া টাংগাইল, জামালপুর, ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর ও রাংগামাটি জেলাগুলোতে একটি করে মোট ১১ টি রিজিওনাল অফিস আছে।

চলতি অর্থ বছরে বিভিন্ন দফতরের অগ্রগতির খতিয়ান

প্রশাসন বিভাগ ঃ

⁜ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত ঃ

সরকার অনুমোদিত কর্পোরেশনে সম্প্রসারিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী বিভিন্ন পদে সরাসরি কোঠায় জনবল নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুততর করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে প্রথম শ্রেণীভুক্ত সহকারী প্রকৌশলী পদে ৬ জন, আইন অফিসার পদে ১৮ জন এবং সিনিয়র অফিসার পদে ৪৭ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় শ্রেণীভূক্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে ৭ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

কর্পোরেশনের বিভিন্ন শূন্য পদে কর্মচারী নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুততর করা হয়েছে। ডিসেম্বর-২০১১-এ চতুর্থ শ্রেণীভূক্ত ড্রাইভার পদে ৪জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইহা ব্যতীত বিগত জুন মাসে তৃতীয় শ্রেণীভূক্ত সুপারভাইজার পদে ১২ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

⁜ পদোন্নতি সংক্রান্ত ঃ

কর্পোরেশনের সম্প্রসারিত জনবল কাঠামো বাস্তবায়নের তৃতীয় ধাপে ডিসেম্বর ২০১১ এ বিভিন্ন পদে কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী পদোন্নতি নীতিমালা ২০১১ এর আলোকে বিভিন্ন পদে মোট ৩৪ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে ২ জন, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার পদে ৩ জন, প্রিন্সিপাল অফিসার পদে ৯জন, সিনিয়র অফিসার পদে১৯ জন এবং সহকারী প্রকৌশলী পদে ১জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ বিভাগ ঃ

⁜ ঋণ মঞ্জুরী ঃ

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ঋণ মঞ্জুরীর লক্ষ্যমাত্রা ২৭০ কোটি টাকা। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১ম ত্রৈমাসিকে জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০১১ পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ৫৪.৯৮ কোটি টাকা এবং ২য় ত্রৈমাসিকসহ ডিসেম্বর-২০১১ পর্যন্ত মোট ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ১১৪.০৮ কোটি টাকা। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৩০-০৬-২০১১ পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ২৫৯.৮৩ কোটি টাকা।

⁜ বিতরণ ঃ

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ২৭০ কোটি টাকা। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১ম ত্রৈমাসিকে জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৫৯.৬২ কোটি টাকা এবং ২য় ত্রৈমাসিকসহ ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৭৫.০৬ কোটি টাকা। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৩০-০৬-২০১১ পর্যন্ত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ২২৩.১৪ কোটি টাকা।

❖ ঋণ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কর্ম ও সাফল্য ঃ

১. কর্পোরেশনের এ্যাপার্টমেন্ট ঋণ প্রদান কার্যক্রম জোরদার এবং ঋণ গ্রহীতাদের সুবিধার্থে এ্যাপার্টমেন্ট ঋণ নীতিমালার কতিপয় নিয়মনীতি সহজ করে সংশোধিত এ্যাপার্টমেন্ট নীতিমালা-২০১১, ২৪-০৮-২০১১ তারিখে জারী করা হয়েছে। এ্যাপার্টমেন্ট ঋণের পরিশোধ মেয়াদ সর্বোচ্চ ২০ বছর করা হয়েছে।

২. ঋণ কার্যক্রম জোরদার ও স্বল্পতম সময়ে ঋণ মঞ্জুরী প্রদানের জন্য কুমিল্লা, নোয়াখালী, টাংগাইল, বগুড়া ও কুষ্টিয়া রিজিওনাল অফিসসমূহের ঋণ কেস জোনাল অফিসের মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি সদর দফতর, ঋণ বিভাগে প্রেরণের জন্য ০৩-১১-২০১১ তারিখে ০৬/২০১১ নম্বর সার্কুলার জারী করা হয়েছে।

৩. ঋণ গ্রহীতাদের যোগাযোগের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ঋণ গ্রহীতাদের সুবিধার্থে জোনাল অফিস, জোন-৫, এর অন্তর্ভূক্ত কাফরুল থানাধীন এলাকা, জোনাল অফিস, জোন-৪ এর সাথে, জোনাল অফিস, জোন-৩ এর অন্তর্ভূক্ত খিলগাঁও থানাধীন এলাকা, জোনাল অফিস-৫ এর সাথে, জোনাল অফিস, জোন-৭ এর অন্তর্ভূক্ত নরসিংদী জেলাধীন এলাকা এবং যাত্রাবাড়ী থানাধীন এলাকা জোন-৩ ঢাকার সাথে অন্তর্ভূক্ত করে ২৭-১০-২০১১ তারিখে ০৫/২০১১ নম্বর সার্কুলার জারী করা হয়েছে।

৪. ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং ৬০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করার বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে সক্রিয় প্রক্রিয়াধীন আছে।

৫. অন-লাইনের মাধ্যমে ঋণের সাময়িক আবেদনপত্র গ্রহন করা হয়।

আদায় বিভাগ ঃ

❖ ঋণ আদায় ঃ

২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা আছে ৪১২.৫২ কোটি টাকা। ১ম ত্রৈমাসিক অর্থাৎ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আদায় হয়েছে ৮৩.৮৩ কোটি টাকা এবং ২য় ত্রৈমাসিকসহ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট আদায় ১৮০.৪৮ কোটি টাকা। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে আদায় হয়েছে ৪১৪.৩২ কোটি টাকা। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ ৫৫২.৮৮ কোটি টাকা। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ ছিল ৫৩৯.৪৬ কোটি টাকা। যা ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের চেয়ে ১৩.৪২ কোটি টাকা কম।

❖ খরিদাবাড়ী ঃ

নিয়মিত সকল আদায় কার্যক্রম ব্যর্থ হলে কর্পোরেশন খেলাপী ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে পাওনা আদায়ের জন্য মিস্ মামলা দায়ের করে থাকে। মিস্ মামলার রায়ের আলোকে দ্বিতীয় পর্যায়ে জারী মামলা দায়ের করা হয়। আদালত কর্তৃক পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে কর্পোরেশন ঋণভুক্ত সংশ্লিষ্ট বাড়ী নিলাম বা টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয়ের প্রচেষ্টা চালায়। উপযুক্ত মূল্য পাওয়া না গেলে তৃতীয় নিলাম/টেন্ডারের পর কর্পোরেশন বিধিবদ্ধ পাউন্ডেজ ফি (Poundage Fee) জমা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে নিজেই বাড়ী ক্রয় করে নেয়। পরবর্তী পর্যায়ে কর্পোরেশন খরিদকৃত বাড়ী বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিজস্ব প্রক্রিয়া শুরু করে। ৩০ শে জুন/২০১১ পর্যন্ত খরিদা বাড়ী ছিল ৫৮৭টি। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ডিসেম্বর/২০১১ পর্যন্ত মোট বিক্রয় হয়েছে ৩৩টি, বর্তমানে আরো ৯০ টি খরিদা বাড়ী বিক্রির প্রক্রিয়াধীন আছে।

❖ হেল্‌প্ ডেস্ক ঃ

ঋণ গ্রহীতাদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের জন্য সদর দফতর ভবনে হেল্‌প্ ডেস্ক খোলা হয় এবং একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এর দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। গ্রহীতাদের অভিযোগ প্রদানের জন্য একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখ পর্যন্ত মোট ১১ হাজার গ্রহীতাকে বার্ষিক হিসাব বিবরণী দেয়া হয় এবং পরামর্শ প্রদান করা হয়।

আইন বিভাগ ঃ

❖ মামলা সংক্রান্ত ঃ

খেলাপী ঋণ আদায়ের জন্য ২০১০-২০১১ অর্থ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের মোট ১৭০৫ টি মামলা আদালতে বিচারাধীন আছে। মামলাগুলোর মধ্যে মিস ও জারী মামলা ১৫১৩ টি এবং হাইকোর্ট/সুপ্রীম কোর্ট মামলা ১৯২টি। বিচারাধীন ১৫১৩ টি মিস ও জারী মামলার বিপরীতে কর্পোরেশনের মোট দাবীকৃত টাকার পরিমাণ ১৫৮.৩৫ কোটি টাকা এবং হাইকোর্টে চলমান ১৯২টি মামলার বিপরীতে মোট দাবীকৃত টাকার পরিমাণ ২৩.৭৯ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরের জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১৯৯টি।

কর্পোরেশনের মামলা পরিচালনার জন্য সাময়িক ভিত্তিতে ২ জন আইন উপদেষ্টা (রিটেইনার) ও ১৬৯ জন প্যানেল আইনজীবি নিয়োজিত আছে। সম্প্রতি আরো ২ জন আইন উপদেষ্টা (রিটেইনার) এবং ১১ জন প্যানেল আইনজীবিকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

হিসাব ও অর্থ বিভাগ ঃ

❖ বিএইচবিএফসির হিসাব কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

বিএইচবিএফসি ইতিপূর্বে শুধুমাত্র বার্ষিক হিসাব সমাপ্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করতো। অর্থাৎ প্রতি বছর ৩০শে জুন তারিখে সংস্থার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য তৈরী করা হতো। কিন্তু প্রতিষ্ঠানে নতুন যোগদানকৃত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আগ্রহ ও নির্দেশনা অনুসারে চলতি ২০১১-২০১২ অর্থ বছর হতে অর্ধ বার্ষিক হিসাব সমাপ্তি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ফলে প্রতি অর্থ বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর ও জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে অর্ধ বার্ষিক হিসাব কার্যক্রম সম্পন্ন করে সংস্থার আয়-ব্যয় নিরুপন করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সে লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কর্পোরেশনের ২৫ (পঁচিশ) টি অফিসের হিসাব শাখার প্রতিনিধিদের জন্য একটি কার্যকর প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে তা সুসম্পন্ন করা হয়েছে। অপরদিকে, প্রতিটি অফিসের প্রফিট এন্ড লস্ একাউন্ট তৈরীর মাধ্যমে তাদের Performance মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সার্কুলার জারীসহ অন্যান্য নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের কঠোর নির্দেশনা ও মনিটরিং এর কারণে কর্পোরেশনের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব সমাপ্তি এবারই সর্বপ্রথম স্বল্পতম সময়ে (তিন মাস) সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের হিসাব সমাপ্তি পরবর্তী অর্থবছরের মে/২০১১ অর্থাৎ দীর্ঘ ১১ মাস পর সম্পন্ন হয়েছিল।

কর্পোরেশন-২০১০-২০১১ অর্থবছরে প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী ১২২.৩৫ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ১০৮.০৮ কোটি টাকা। গত অর্থবছরের তুলনায় ২০১০-২০১১ অর্থবছরের মুনাফা বৃদ্ধির হার ১৩.২০%। কর্পোরেশনের রিজার্ভের পরিমাণ সন্তোষজনক এবং ক্রমান্বয়ে তা বাড়ছে। ২০১০-২০১১ অর্থবছরে মোট রিজার্ভের পরিমাণ ১৪২৩.৩১ কোটি টাকা।

পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও জন সংযোগ বিভাগ ঃ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কর্পোরেশনের ট্রেনিং সেলের প্রিন্সিপাল নিয়োগসহ আধুনিকায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও জন সংযোগ বিভাগ বিগত ৬ মাসে ৩টি ইনহাউস বা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৬৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ইহা ব্যতীত উক্ত সময়ে ৪ (চার) জন কর্মকর্তা বিপিএটিসি (BPATC) এবং জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীতে ৬ জনসহ সরকারী ও বেসরকারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে মোট ২৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কর্পোরেশনের সকল জোনাল ও রিজিওনাল ম্যানেজার মহোদয়গণকে নিয়ে গত ৩০শে জুলাই/২০১১ তারিখ কর্পোরেশনের মিলনায়তন কক্ষে এক বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সংক্রান্ত বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া অত্র বিভাগ হতে কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

❋ রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ ঃ

অত্র কর্পোরেশনে সকল জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই কর্পোরেশনে বিগত ১৬-ই আগষ্ট ২০১১ তারিখে মিলাদ মাহ্ফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

❋ ট্রেনিং সেন্টার ঃ

ইতিপূর্বে অত্র কর্পোরেশনে কোন পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং সেন্টার ছিল না। বর্তমানে ট্রেনিং সেন্টার চালু করে সেখানে নিয়মিত কর্পোরেশনের কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে। এ ট্রেনিং সেন্টারকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে একটা পূর্ণাঙ্গ ইন্স্টিটিউটে রূপদানের কাজটি প্রক্রিয়াধীন আছে।

❋ e-Aisia-২০১১ অংশ গ্রহণ ঃ

বিএইচবিএফসি প্রথমবারের মতো এশিয়ার বৃহত্তম আই সি টি মেলা e-Aisia-২০১১, (১-৩ ডিসেম্বর ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত) মেলায় অংশ গ্রহণ করে। এশিয়ার প্রযুক্তি নির্ভর ৩০টি দেশ এই মেলায় তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও প্রযুক্তির প্রয়োগিক দিক প্রদর্শন করে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আয়োজিত এ মেলায় গৃহায়ণ খাতে ঐতিহ্যবাহী একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন অংশ গ্রহণ করে এর সাফল্যের ধারাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে।

❋ সংস্থাপন ও সাধারণ সেবা বিভাগঃ

বিএইচবিএফসি'তে সম্প্রতি ৭ (সাত) টি নতুন গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে এবং পুরাতন লিফট এর পরিবর্তে নতুন লিফট স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া বিএইচবিএফসি ভবনের উত্তর পার্শ্বে নিরাপত্তার প্রয়োজনে ও সৌন্দর্য বর্ধনের নিমিত্তে একটি নতুন গেইট নির্মাণ করা হয়েছে।

❋ কম্পিউটার ও তথ্য বিভাগ ঃ

বিএইচবিএফসিকে যুগোপযোগী করার জন্য সদর দফতরসহ সকল জোনাল ও রিজিওনাল অফিসকে অন-লাইনের আওতায় আনার এবং কাজের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিকায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। ইতিমধ্যে ১০ টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে।

বিএইচবিএফসির ঋণদান কার্যক্রম উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী:

১। নতুন স্কীম হিসাবে ঢাকা-চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা এবং দেশের সকল বিভাগীয় ও জেলা শহর এবং টংগী সাভার পৌর এলাকায় ফ্ল্যাট ঋণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

২। ঋণের টাকার বীমা চার্জ রহিত করা হয়েছে।

৩। ঋণ প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ এর কতিপয় সংশোধনীর মাধ্যমে কর্পোরেশন হতে ঋণ প্রদান ও আদায় পদ্ধতি সহজতর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত ঋণ গ্রহীতাকে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে বন্ধকী জমির খালি অংশবিশেষ অবমুক্তির ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

৫। কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ঋণ হিসাব ফ্ল্যাট ভিত্তিক বিভাজন করে নিজ নিজ অংশের কিস্তি পরিশোধের সুযোগ দেয়া হচ্ছে।

৬। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য স্বল্প আয়তনের ফ্ল্যাট ঋণ (৫৫০ বর্গফুট হতে ১০০০ বর্গফুট) স্কীমের নীতিমালা প্রণয়নসহ ঋণ প্রদান অব্যাহত আছে।

৭। কর্পোরেশনের বর্তমানে প্রচলিত ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ পদ্ধতি সহজীকরণসহ ফ্ল্যাট ঋণের নিয়মাচার আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

৮। বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীসহ দেশের সকল বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা সদর এবং দেশের সম্ভাবনাময় উন্নয়নশীল স্থানসমূহে কর্পোরেশনের ঋণ কার্যক্রম চালু আছে।

নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করুন
অন্যকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ দিন।

বিএইচবিএফসির ঋণ আদায় কার্যক্রম উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী:

ঋণ আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছর হতে নিম্নরূপ সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছেঃ

১। ঋণ আদায়ের জন্য নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করাসহ আদায় ও মামলা সংক্রান্ত নীতিমালাসমূহ নিবিড়ভাবে অনুসরণ করার ব্যাপারে বিভিন্ন বাস্তবমূখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে প্রধান কার্যালয় হতে ফিল্ড অফিসগুলোকে সময়ে সময়ে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২। ঋণ আদায়ের পাশাপাশি ঋণের গুনগত মানোন্নয়নের বিষয়টিতেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে অর্থাৎ শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় এবং ঋণ হিসাবগুলো যেন বিদ্যমান অশ্রেনীকৃত ঋণ থেকে খারাপ/ মন্দতর শ্রেণীতে পরিবর্তিত হতে না পারে সে দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

৩। খেলাপী ঋণ হিসাব নিয়মিত করার জন্য সাধারণ নিয়মের পাশাপাশি সীমিত আকারে মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণের মাসিক কিস্তি সহনশীল পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে গ্রহীতাদেরকে বিশেষ রিসিডিউলিং সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৪। নিয়মিত ঋণ গ্রহীতা এবং খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ হিসাব নিয়মিত করা সাপেক্ষে বার্ষিক ১২% এর বেশী সুদ হার বিশিষ্ট ঋণ হিসাবসমূহের সুদের হার ১ জুলাই, ২০০৬ তারিখ হতে হ্রাস পূর্বক বার্ষিক ১২%-এ পুনঃনির্ধারণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

৫। উপরোক্ত ৩ ও ৪ নম্বর দফায় বর্ণিত সুবিধাদির আওতায় খেলাপী ঋণ নিয়মিতকরণের ব্যাপারে গ্রহীতাদের উদ্বুদ্ধকরণার্থে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় এবং রেডিও-টেলিভিশনে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে/হচ্ছে।

৬। সমুদয় পাওনা পরিশোধকারীদেরকে দ্রুততার সাথে দলিলপত্র ফেরত দেয়া হচ্ছে।

৭। মামলা দায়েরকরণকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। তবে, বিধিবদ্ধ আদায় কার্যক্রম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যে সমস্ত ঋণ হিসাব নিয়মিত হচ্ছে না সে সমস্ত ক্ষেত্রে পাওনা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

বর্তমান অর্থ বছরে গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনা

সম্প্রতি চলতি অর্থ বছরের শুরুতে ৩০ জুলাই-২০১১ তারিখে বিএইচবিএফসি'র জোনাল ও রিজিওনাল ম্যানেজার সম্মেলন, ২০১১ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিগত অর্থ বছরের অর্জন ও সাফল্য পর্যালোচনা করা হয় এবং চলিত অর্থ বছরের (২০১১-২০১২) বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। কর্পোরেশনের মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণের ১০০ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিতকরণ, ঋণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং আদায় লক্ষ্যমাত্রার অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় চলিত অর্থ বছর ২০১১- ২০১২ এর জন্য ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো ঃ

❋ ক. স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা ঃ

১. দীর্ঘদিন যাবৎ চাকুরীরত অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের জন্য বেশ কয়েকটি শূন্য পদে কর্মচারী নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিয়োগ কার্য সম্পন্নকরণ।

২. প্রশিক্ষন কার্যক্রম আরো উন্নত করার জন্য ট্রেনিং সেন্টারকে আধুনিকীকরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ ও দ্রুত বাস্তবায়ন সম্পন্নকরণ।

৩. বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার বিষয়টি সামনে রেখে বিএইচবিএফসি'র নিজস্ব ডিজিটাল সিস্টেম স্থাপনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ প্রক্রিয়া যাতে সঠিক ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫. ঋণ মঞ্জুরী কাজ দ্রুত করার লক্ষ্যে কর্পোরেশনের টাংগাইল, কুমিল্লা ও বগুড়া রিজিওনাল অফিস ৩ (তিন) টিকে পর্যায়ক্রমে জোনাল অফিসে উন্নীত করার কাজে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬. খরিদা বাড়ী ও বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তিতে দ্রুত দখল নিশ্চিতকরণ এবং তা অতি দ্রুত বিক্রয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জোরদারকরণ।

৭. দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করে মামলা নিস্পত্তির হার বিশেষ করে উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কমানো এবং এক্ষেত্রে দ্বি- পক্ষীয় মীমাংসামূলক আলোচনা সভার আয়োজন।

৮. ঋণ আদায়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য আনতে এক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ব্যক্তি ও অফিসকে পুরস্কৃত করতে নতুন নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

❋ খ. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ঃ

১. দেশের প্রত্যন্ত এলাকাসমূহের গ্রোথ সেন্টারসমূহে ঋণের চাহিদা নিরুপন করে সেসমস্ত এলাকায় ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে বিশেষ একটি প্যাকেজ কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষ অনুমোদিত নকসা ও কর্পোরেশনের তদারকী/মূল্যায়ন সাপেক্ষে ঋণ সুবিধা পাবেন। এ কর্মসূচীতে সাশ্রয়ী মূল্যে পূর্ব নির্ধারিত নকসা ও মডেলের বাড়ীতে ঋণ প্রত্যাশীদের অর্থায়ন করা হবে যাতে তারা তাদের সাধ্যের মধ্যে একটি আবাসন সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

২. নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের গৃহায়ণ সমস্যা সমাধানের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ গৃহ নির্মাণ প্রকল্প চালু করণ।

৩. Public Private Partnership এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃহদাকারে গৃহ নির্মাণ খাতে ঋণ সহায়তাকরণ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন।

৪. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সদর দফতর ভবনে সোলার প্যানেল সিস্টেম স্থাপনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ। এছাড়া বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের চর্চা গড়ে তোলার মাধ্যমে বিএইচবিএফসিকে অন্যান্য সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।

কর্পোরেশন সরল সুদে ঋণ প্রদান করে।

কর্পোরেশন শুধুমাত্র ভোগকৃত সময়ের উপর সুদ চার্জ করে।

সচিত্র সংবাদ

প্রধান কার্যালয়ের ট্রেনিং সেন্টার এ অনুষ্ঠিত নতুন নিয়োগকৃত উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং আইন অফিসারগণ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের উদ্বোধন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) আফরোজা গুলনাহার ও মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) কফিল উদ্দীন আহম্মদ চৌধুরী।

১৬ ডিসেম্বর/২০১১ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ জাতীয় স্মৃতি সৌধ, সাভারে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং পুষ্পস্তবক অর্পন করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার সম্প্রতি যুক্তরাজ্য সফর করেন। সফরকালে তিনি বাংলাদেশী বংশদ্ভুত ব্রিটিশ এম পি রুশনারা আলীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে কর্পোরেশনের সার্বিক কর্মকান্ড, অগ্রগতি ও পরিকল্পনার বিষয়ে অবহিত করে কর্পোরেশনের প্রসপ্রেক্টাস এবং একটি স্যুভেনীর প্রদান করেন।

১-৩ ডিসেম্বর ২০১১ বঙ্গবন্ধু আন্তজার্তিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক e-Asia মেলায় বিএইচবিএফসি অংশগ্রহণ করে। প্রধান মন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের স্টল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মোঃ ইয়াছিন আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার ও মহাব্যবস্থাপক বৃন্দ।

সম্পাদক মন্ডলী

জনাব মোঃ আব্দুল কাদের মন্ডল
সহকারী মহাব্যবস্থাপক (পি টি পি আর),সদর দফতর, ঢাকা।

মোছাঃ জুবাইদা খাতুন
প্রিন্সিপাল অফিসার (পি টি পি আর),সদর দফতর, ঢাকা।

শামীমা আক্তার
আইন অফিসার , সদর দফতর, ঢাকা।

প্রকাশনায়

পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও জন সংযোগ বিভাগ
বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
E-mail : bhbfc@bangla.net
Web : www.bhbfc.gov.bd